দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 26 AUG 2007
পৃঃ ৮ কলাম ৮

ঢাবির ২ শিক্ষক ৪ দিন ও রাবির ৩ শিক্ষক ১০ দিনের রিমান্ডে

ইনকিলাব : প্রফেসর হারুন অর রশিদ ও প্রফেসর [illegible] আদালতে হাজির করে [illegible]

ইনকিলাব রিপোর্ট : ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষককে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। ছাত্র আন্দোলনে উস্কানী, মিছিল ও ভাংচুরে সহায়তা দেয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৪ দিন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। অভিযুক্ত শিক্ষক নেতারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর হারুন অর রশিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর সাইদুর রহমান খান, প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহবায়ক প্রফেসর আব্দুস সোবহান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ড. মলয় ভৌমিক। গতকাল (শনিবার) ঢাকা মহানগর হাকিম মোঃ আহসান কবিরের আদালতে প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও প্রফেসর হারুন অর রশিদকে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হলে আদালত ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। রিমান্ডে সতর্কতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার জন্য আদালত নির্দেশ দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা দুই শিক্ষককে

পৃঃ৫ঃকঃ১

প্রফেসর সাইদুর রহমান খান

প্রফেসর আব্দুস সোবহান

প্রফেসর মলয় ভৌমিক

শিক্ষক ১০ দিনের রিমান্ডে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাসের নিজস্ব বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন শাহবাগ থানায় জরুরী বিধিমালা ২০০৭ এর ৩ ও ৪ ধারায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। ঢাবির দুই শিক্ষকের পক্ষে শুনানি করেন এডভোকেট মাহবুবে আলম, কামরুল ইসলাম এবং সৈয়দ রেজাউর রহমান। আইনজীবীরা শিক্ষকদের রিমান্ডের বিরোধিতা করে জামিনের আবেদন জানালে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে ৪ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেয়। আদালতে প্রেরিত পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযুক্তদের বক্তব্য-বিবৃতি ছাত্র আন্দোলনকে উস্কে দিয়েছে। সেই সাথে মিছিল-ভাংচুরে সহায়তাদানেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। আদালতে শুনানিকালে জিআরও আব্দুল হক বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য বের করার জন্য রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছেন। মামলার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ও প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে অভিযুক্তদের রিমান্ডে নেয়া প্রয়োজন। আদালত থেকে বেরিয়ে আইনজীবী মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, হাওয়া ভবনের কর্ণধার তারেক রহমানকে, জেলখানায় গিয়ে- যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় তবে শিক্ষকদের কেন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তাদেরও জেলে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেত। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এভাবে রিমান্ডে নেয়ার বিষয়টিকে তিনি দুঃখজনক উল্লেখ করে বলেন, রিমান্ড মানে কি এটা তো সবারই জানার কথা। তিনি আরও বলেন, তারা ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন না। এজাহারে তাদের নামও নেই।

রাবি সংবাদদাতা জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খান, প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহবায়ক প্রফেসর আব্দুস সোবহান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক বিশিষ্ট নাট্যকার অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিককে জরুরী বিধিমালায় গ্রেফতার দেখিয়ে ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। গতকাল বিকালে মতিহার থানা পুলিশ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রবিউল আলমের আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। এর আগে গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা মতিহার থানা পুলিশের কাছে ওই তিন শিক্ষক নেতাকে হস্তান্তর করেন। পুলিশ জরুরী বিধি মামলার ১৬/২ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে কয়েক মিনিট পরেই কঠোর নিরাপত্তা [illegible] [illegible] সেখানে দীর্ঘ এক ঘন্টা পর ম্যাজিস্ট্রেট রবিউল আলম পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রাতেই মতিহার থানা পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে র‍্যাব সদস্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খান এবং প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহবায়ক ও ফলিত পদার্থ বিভাগের প্রফেসর আব্দুস সোবহানকে তাদের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করেন। পরদিন বিকালে প্রফেসর মলয় কুমার ভৌমিককে তার বোনজামাতা তথ্য বিভাগের অধ্যাপক কানাই লাল রায়ের ক্যাম্পাসের পশ্চিমপাড়াস্থ ৩০ নম্বর বাসা থেকে গ্রেফতার করে।